

প্রিয় বিপ্লববাবু ও মুক্ত-মনারা,

ধর্ম কি? শিক্ষিত ধনী লোকের কাছে একটা বিলাস। গরিব গ্রাসাচ্ছাদন প্রনালীকেই পূজা মনে করে। তাদের কাছে যুক্তিবাদ, উৎসব সবকিছুই বিলাসিতা। আমাদের যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, নাস্তিক হলে ঈশ্বর নেই ও আস্তিক হলে ঈশ্বর আছি বলে তর্ক করি।

এই ই ফোরামে যোগ দেবার বা নিজের ফোরাম খোলার অনেক আগের ঘটনা বলি। আমার এক বন্ধু আমায় জিজ্ঞাসা করে, আমি আস্তিক না নাস্তিক? আমি সেদিন এবিষয়ে প্রথম কিছু কথা চিন্তা করার সুযোগ হয়। কারণ, ঈশ্বরের থাকা বা না থাকার সাথে আমি আমার কোনো অস্তিত্ব সঙ্কটের সংযোগ দেখিনি। তাকে বলেছিলাম, ভাই, ঈশ্বর থাকলেই কি আর না থাকলেই কি। আজ যদি নাস্তিকরা প্রমাণ করে দেন ঈশ্বর নেই, তাহলে আমার একটা লেজ গজাবে না। বা আস্তিকরা প্রমাণ করে ঈশ্বর বর্তমান তাহলেও আমার চারটে হাত গজাবে না। ধর্ম-ঈশ্বর নিয়ে কোনোদিন খুব একটা মাথা ঘামাইনি। বরং বিজ্ঞানকে সাহিত্যকে বুঝতে জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত করেছি। আমি সাহিত্যের ছাত্র- আমার ধর্ম সাহিত্য, আমার ঈশ্বর সাহিত্য। তার মনে এই নয়, রামায়ণ সাহিত্য বলে রাম আমার ভগবান। তার মানে এই যে, সাহিত্যের সত্যকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই আমি, আর সুন্দরকে হৃদয়ে ধারণ করি। তাতেই তো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান রয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? পৃথিবীর সুন্দরে জীবনকে ভরে নেওয়া আর পরিবর্তে পৃথিবীকে সুন্দর করে যাওয়া। খেটে খাওয়া লোকগুলো যেমন ধর্ম ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ অবস্থানে চলেন, আমার অবস্থানটা আমি সেভাবেই নিরপেক্ষ করে নিয়েছি।

আমি নিজের আস্তিক বা নাস্তিক পরিচয়ে বিশেষ আগ্রহী নই। আমার পরিচয় আমি একজন দায়িত্ববান পৃথিবীর বাসিন্দা। আমি পূজাপার্বনে অংশ নিই না, ধর্ম বিষয়ে বড় একটা মাথা ঘামাই না বলে অনেকে আমায় নাস্তিক বলেন। তাদের আমি বলি, ঈশ্বর যদি জীবনের উদ্দেশ্য আর নৈতিকতার প্রহরীর নাম হয়, তবে আমার ঈশ্বর সাহিত্য আর মনুষ্যত্ব। সুতরাং আমি নাস্তিক তো নইই, বরং তোমাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আস্তিক। কারণ আমার ঈশ্বর সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে এসেছেন আমার কাছে।

আমার মনে হয়, এই নিজের নিজের জায়গাগুলো যতক্ষণ প্রচলিত ধর্ম বা বিশ্বাস আঘাত করে না। ততক্ষণ তারা স্বমহিমায় বিরাজ করে। যখনই করে তখনই প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার পরাজয় ঘটে। যেমন, শুনেছি, সুদের কারবার ইসলামে নিষিদ্ধ, তাতে করে কাবুলিওয়ালাদের সুদব্যবসায়ী হবার চেয়ে আটকানো যায় নি। মধ্যযুগে হিন্দুসমাজে বাংলাভাষা চর্চার শাস্তি হিসাবে রৌরব নরকের ভয় দেখানো হত। তাতে করে নিরস্ত হননি, কৃষ্ণিবাস, কাশীদাস বা বৈষ্ণব পদকর্তাগণ। এইভাবে যুগে যুগে মানুষই ধর্মকে নিজের নিজের মত করে সংস্কার করে নিয়ে ধর্ম ব্যবস্থাকে কয়েম রেখেছে। কিন্তু মানুষ আসলে নিজেদের অস্তিত্বটাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল।

তাই আসুন নতুন ধর্ম স্থাপন না করে, আমরা নিজেরা কি ধারণ করে আছি সেটা বুঝি। একসময় কারো পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলা হত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান খ্রীষ্টান। আজ বলা হয়, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ইত্যাদি। হিন্দুত্ব-ইসলামত্ব একসময়ের কথা ছিল, এগুলো কেউই আমরা পুরোপুরি ধারণ করি না, যেমন আমরা আমাদের পিতৃপরিচয় ধারণ করে খাই না। তবে আমরা কি ধারণ করি? সাহিত্যিক ধারণ করেন সাহিত্য, সংগীতশিল্পী ধারণ করেন সংগীত, বিজ্ঞানী ধারণ করেন বিজ্ঞান; তেমনি অপরাধী ধারণ করে অপরাধ আর মৌলবাদী মৌলবাদ। মিলিয়ে দেখুন ধর্মের আভিধানিক অর্থের সাথে এগুলিই খাপ খায়। ইসলাম হিন্দুত্ব নয় কিন্তু।

আসুন আমরা আমাদের নিজের পরিচয়ের জায়গাটা পাকা করে নিই।

অর্ণব দত্ত

৪ঠা কার্তিক, ১৪১২

বেহালা, কলকাতা

<http://groups.yahoo.com/group/sahitya>